22 FEB 2017

দৈনিক
আমাদের সময়

যৌন হয়রানির অভিযোগে শিক্ষক সাময়িক বরখাস্ত

অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করুন

ঘরে-বাইরে সর্বত্র নারীরা প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। কতিপয় শিক্ষকের দ্বারা ছাত্রীকে যৌন হয়রানির ঘটনা আমাদের দেশে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। আবার এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে, যা খুবই দুঃখজনক।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) নাট্যকলা বিভাগের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তার বিভাগের এক ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে গত বৃহস্পতিবার লাঞ্ছিত ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলেন। এ বিষয়ে জরুরিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় ওই শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত দল গঠন করেছে। এ বিষয়ে দ্রুত তদন্ত করে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যৌন হয়রানির বেশিরভাগ ঘটনাই ধামাচাপা পড়ে যায়। অনালোচিত থাকে। মাঝেমধ্যে কোনো কোনো ঘটনা ফাঁস হয়। তাই নিয়ে আমরা কিছুদিন হৈচৈ করি। তারপর আবার সব কিছু আগের মতো চলতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক ক্ষমতার অপব্যবহার করে যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন, এ কথা সুবিদিত। শিক্ষক পরম শ্রদ্ধেয়। তিনি পিতার মতন। অথচ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক এমন কাজ করেন তখন আমরা কী বলব? সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে যদি শিক্ষার আলো না থাকে, তাহলে আমরা উন্নত সমাজ গড়ব কাদের নিয়ে? যৌন নির্যাতনকারী-লম্পটদের নিয়ে? অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার সংস্কৃতির কারণে যৌন হয়রানির ঘটনা চলতেই থাকে। হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যেও যারা সাহস করে যৌন হয়রানির ঘটনা ফাঁস করেন, তাদের সাহসকে সম্মান জানাতে হয়। তবে শুধু অভিযোগ আর প্রতিবাদের মধ্যে থেমে থাকলে চলবে না, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও নিশ্চিত করতে হবে।